এভেন্যু

কাজী জহিরুল ইসলাম

একদিন পাতা ঝরা বসন্তের নরম সকালে একটা প্রশস্ত এভেন্যুতে
এসে দাঁড়ালাম। দুপাশে বিচিত্র সব সানগ্লাস আঁটা দালানের সারি
চোখ জুড়ানো সবুজ গাছ-লতা, পাখির অদ্ভুত কল-কাকলিতে মুখর সকাল
ট্রাকস্যুট পরা কিছু অতি সভ্য জন্তু-জানোয়ার আর কিছু বেপথু প্রবাসী
পতঙ্গের সাম্বা নাচ চোখের সীমায় আটকে রইলো। হাস্যোজ্জ্বল বহু বর্ণের পুস্পিত
বৃক্ষরাজির শাখায় নীলবর্ণ পাখিদের উড়াউড়ি আর অগণিত মানুষের হামাগুড়ি উৎসব।
আমি হাঁটছিলাম খেলতে খেলতে এবং বয়োসন্ধির বিবর্ণ কনসার্ট গাইতে গাইতে
দুপাশের তৃণগুল্ম বসন্তের হঠাৎ বাতাশে দুলে উঠে অদ্ভুত টিউন বাজিয়ে শরীক
হলো সকালের কনসার্টে। আমার এ ঢিলেঢালা হাঁটা দেখে
কেউ একজন খুব তাড়া দিলো 'দৌড়াও দৌড়াও'

সেই থেকে আমার দৌড়ানো শুরু
আমার সামনে ও পশ্চাতে আরো অসংখ্য মানুষ, নানান বর্ণের ও ধর্মের
কেউ বাইসাইকেল নিয়ে, কেউ মোটর বাইক নিয়ে, কেউ কেউ বিএমডব্লিউ, মার্সিডিজ
টয়োটা করল্লা, প্রাডো, পুজো, ভক্স ওয়াগন, মার্ক-টু, লেক্সাস আরো কতো
অজানা বাহারী গাড়ি হাঁকিয়ে ছুটছে। ছুটছেতো ছুটছেই।
দুএকটা হেলিকপ্টারও চোখে পড়ছে হঠাৎ পাখা ঝাপটাতে ঝাপটাতে ছুটে যাচ্ছে
এভেন্যুতে ছায়ার ঘুর্ণন তুলে, মানুষের স্বপ্নগুলো ডাল ঘুটনির মতো ঘুটতে ঘুটতে।
আর একদল তৃতীয় বিশ্বের ফ্যাকাশে মানুষ ছুটে চলেছে আমার মতো, পায়ে হেঁটে
এরি মধ্যে আমার একটি স্বপ্নের পরাগ মাখা লাল বাইসাইকেল জুটে গেল
আমার পিতার দেয়া উপহার, তার কলিজার টুকরা আদুরে সন্তানের জন্য।

ডানে-বায়ে গর্বের বাউলি কেটে কেটে আমি এখন ছুটছি। ডলফিন গতি, আহ কী দারুণ মজা
হামাগুড়ি দেয়া ফ্যাকাশে মানুষগুলো
সজোরে হাঁটতে থাকা স্বপ্নচারী কর্মঠ মানুষগুলো
ইতস্তত থেমে থেমে দৌড়ানো মানুষগুলো
মোটকথা দুটি পা'ই যাদের অন্ধের যষ্ঠি
ওরা এখন ক্রমশ আমার পেছনে পড়ে দূরে সরে যেতে যেতে
রোদ্দুরে শুকিয়ে যাওয়া জলবিন্দুর মতো মুছে যাচ্ছে।

এখন আমার দৃষ্টি কেবলই সামনের দিকে, জোরে, আরো জোরে...
ছুঁতে হবে দিগন্তের কালো রেখা, সভ্যতার কোঁকড়া চুলের ফিতে
হামাগুড়ি দেওয়া মানুষগুলো মহেঞ্জোদারো-হরপ্পার ফসিল
'ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়' বাণীর মাহাত্মে জিতে নিলাম রেসের বাজী
এক দ্রুতগামী সুদৃশ্য মোটরবাইক এখন আমার দখলে
হাহ্। হাওয়ায় উড়ছি এখন আমি। উড়ছে আমার আলখেল্লা, এক বিজয় নিশান
সুনির্দিষ্ট বিজয়ের পূর্বঘোষণায় কেউ হত হলো কি-না, তা আমার ধর্তব্যের মধ্যে নেই
তরতর করে অতিক্রম করে চলেছি মিশুক, টেম্পু, বেবিট্যাক্সি, রিক্সা, ভ্যান, ট্রাক,
বাইসাইকেল, এমনকি জার্মান প্রযুক্তির যান্ত্রিক বালিহাঁস আমার গতির কাছে নতজানু
সবাইকে পেছনে ফেলে বিজয়ী বীরের মতো ছুটে চলেছি কালো ফিতের দিকে

কিছুদূর না যেতেই একটা সমস্যা দেখা দিলো

দ্বিচক্রযান চালাচ্ছি বলে আরামে একটু বসা বা খানিক জিরিয়ে নেওয়া যাচ্ছে না একেবারেই
জিরোতে গেলেই থামতে হয় কোন বৃক্ষের ছায়ায়, দুষ্ট পাখিরা তখন মাথায় গু-করে দেয়
আর আমার পেছনে পড়া মানুষগুলো আমাকে অতিক্রম করে চলে যায় বহু দূরে

এ আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না
অর্জিত সাফল্য হারানোর গ্লানি আমাকে পিড়িত করে, আমি ক্ষিপ্ত হই
আমি উত্তেজিত হই, আমার শরীর কাঁপতে থাকে, আমার মস্তিস্ক এলোমেলো হয়ে যায়
আমি ব্যাকুল-পাগল হয়ে খুঁজতে থাকি এর উপযুক্ত সমাধান
আমার একটি দ্রুতগামী চতুর্চক্রযান চাই, খুব দ্রুতগামী
অথবা কোন অলৌকিক বোরাক কিংবা পবিত্র রফরফ, আমার সমস্ত সঞ্চিত পুণ্যের বিনিময়ে
হলেও কিনতে চাই এক অলৌকিক গতির শকট
যাতে আমি এক লাফে পৌঁছে যেতে পারি এভেন্যুর শেষ প্রান্তে।

ভেল্কিবাজির মতোই আমার মোটরবাইকটির আরো দুটি চাকা গজিয়ে গেল
একটি অসাধারণ চতুর্চক্রযান, রোলসরয়েস? না, তার চেয়েও সুন্দর
তার চেয়েও দ্রুতগামী, আর আমি এর স্যুমেখার, চালকের আসনে বসা
তৃতীয় বিশ্বের এক কালো মানুষ এখন এই অসাধারণ গতির গাড়িটির নিয়ন্ত্রক
স্টিয়ারিং হাতে ইচ্ছেমতো দাবাচ্ছি যাদুর এক্সেলেটর

এই প্রথম একটি অদ্ভুত জিনিস চোখে পড়লো আমার
যা আমি খেয়াল করিনি এতক্ষণ একটিবারের জন্যও
মহাসড়কটির ডানদিকে, ভূ-মধ্যসাগরের তীর থেকে উঠে আসা একদল রূপবতী বলকান
তরুণী তাদের পীনোন্নত বক্ষের বসন খুলে আমাকে অভিবাদন জানাচ্ছে
ওদের সুগন্ধীময় হাতের তালুতে ফু দিয়ে আমার দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে উড়ন্ত পুস্পিত চুমু
আমার বুঝতে আর বাকী রইলো না আমি প্রায় লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি
এ আমারই প্রাপ্য, বিজয়ীর অভিবাদন। অপরূপা ললনাদের আগুনবতী যৌবনের মদির সৌরভে
বিমোহিত আমি, এক ঘোর লাগা নেশায় আচ্ছন্ন আমার দুচোখ। আমি খুশিতে লাফিয়ে
উঠতেই এক্সেলেটর থেকে পা সরে গিয়ে গতি মন্থর হয়ে গেলো বিস্ময়কর চতুর্চক্রযানটির

আর তখনি বাঁ দিকে তাকাতে গিয়ে বুকের ভেতর কলজেটা লাফিয়ে উঠলো
এ-কী!
একদল ভয়ানক দৈত্য-দানো হুম হুম করে হুঙ্কার দিচ্ছে
আর আমার দিকে নিক্ষেপ করার জন্য দুহাতে ধরে আছে বড় বড় প্রস্তরখন্ড
সেই সাথে আগুনমাখা থু থু ছিটাচ্ছে আমাকে লক্ষ্য করে
আমি কি তাহলে কোন রাক্ষস-খোক্কসের দেশে পৌঁছে গেছি?
তবে কি আমি পথভুলে কোন খারাপ জায়গায় এসে পড়লাম?

ভয়ে আমার হাত কেঁপে উঠলো
স্টিয়ারিং নড়ে গেল
আর আমি হুমড়ি খেয়ে পড়লাম একদল রাক্ষসের ওপর।

২

সব হারিয়ে আমি এক নিঃস্ব পথিক মাত্র পুনরায় উঠে এলাম সেই পুরোনো এভেন্যুতে
রাক্ষসেরা আমার পা কামড়ে দিয়েছে, আমি এখন এক খোড়া মানুষ
ওরা আমার চোখ তুলে নিয়েছে, আমি এখন এক অন্ধ ভিখিরি
কিন্তু আমার কান এখনো সজাগ

শুনতে পাচ্ছি ডানদিকে ললনাদের সমবেত হর্ষধ্বনি
আমি জানি এ-এক নির্মম ফাদ
আমি আর ওতে উদ্বেলিত নই মোটেও
শুনতে পাচ্ছি বাঁ দিকে রাক্ষসদের হুম হুম হুঙ্কার
আমি তাতে ভীত নই একটুও

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হলেও আমি এই দীর্ঘ এভেন্যুর শেষ প্রান্তে পৌঁছবোই
প্রান্তরেখার কালো ফিতে এনে বেঁধে দেব সভ্যতার দীর্ঘ চুল।

২৭ মে, ২০০৫
আবিদজান, আইভরি কোস্ট